২৪

ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী ফেল

গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি বাতিলের দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

নবম-দশম শ্রেণীতে গণিতে নবপ্রবর্তিত সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা। একই সঙ্গে তারা অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে নতুন করে সংযোজিত পাঠ্যক্রম 'শারীরিক শিক্ষা' ও 'চারু ও কারুকলা' ও জেএসসি ও এসএসসি'র বোর্ড পরীক্ষায় না রাখারও দাবি জানিয়েছেন। এতে বলা হয়, সম্প্রতি ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় গণিতে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী ফেল করেছে।

শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'বাংলাদেশ অভিভাবক সমন্বয় পরিষদ'র ব্যানারে আয়োজিত এক মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানানো হয়। এতে সরকারি ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, মতিঝিলের আইডিয়াল স্কুল, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ধানমণ্ডি সরকারি বালক স্কুল, ধানমণ্ডি সরকারি বালিকা স্কুল, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল, ফিরোজা-বাশার স্কুল, অগ্রণী স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অংশ নেন। সংগঠনের সভাপতি মোঃ আবু তালেবের নেতৃত্বে কর্মসূচিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নীপা সুলতানাসহ অন্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

গণিতে সৃজনশীল বিষয়ের প্যাটার্ন ও দুর্বলতা প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীরা বলেন, গণিতে বিদ্যমান সৃজনশীলে এখন ১টি অংকে ৩ স্তর বিশিষ্ট থাকলেও প্রতিটি ক্ষেত্রেই জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা- এই চারটি স্তর দেখাতে হচ্ছে। এতে মোট ১২টি স্তরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। এ কারণে ব্যাপক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। তারা বলেন, বিগত ৮ মাসে শিক্ষক, কোচিং ও গাইডের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেও ভালো কোনো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, শিক্ষকরাও বিদ্যমান পদ্ধতি বুঝে পাঠদান করাতে পারছেন না। এরপরও এ বিষয়টি নিয়ে নীতি নির্ধারকরা শুধু জোরজবরদস্তিভাবে চাপিয়ে নেয়া ও মানিয়ে নেয়ার কথা বলছেন। কার্যত তারা কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। এর কারণ হিসেবে আগামীতে ব্যাপক ফল বিপর্যয় আশংকা রয়েছে।

অভিভাবকরা বলেন, কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছাড়াই শিক্ষাক্রমে হঠাৎ নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন ও নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় পড়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতির ফলে চলতি বছরের 'ষাণ্মাসিক' পরীক্ষায় ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী গণিতে ফেল করেছে। তারা বলেন, হঠাৎ করে ৮ম শ্রেণীতে চারু ও কারুকলায় দক্ষতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।